চুয়াডাঙ্গায় কালু’র হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা রেলবাজারে অবস্থিত সুনামধন্য কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করা, যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখাসহ বিভিন্ন অপরাধে কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন জেলা টাস্কফোর্স কমিটি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, অভিযানে মেসার্স কালু হোটেল নামক প্রতিষ্ঠানে আগে সতর্ক করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আজ তদারকিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। হোটেলের স্যানিটারি লাইসেন্স না থাকা, কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ না থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানা, নোংরা জিনিসের পাশে রেডি খাবার উন্মুক্ত রাখা পাওয়া যায়।

এছাড়া কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করছেন। যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার পণ্য তৈরি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শহিদুল ইসলাম কালুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় পুনরায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ছাত্র প্রতিনিধি মুশফিকুর রহিম, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও ওয়ারেন্ট অফিসার মাসুদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস টিম।

দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরে বিরোধপূর্ণ জমির বসত বাড়িতে অগ্নিকান্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বসত বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

এতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘ ১৮ দিন ধরে কখনও খোলা আকাশের নীচে ও পরের বাড়িতে বসবাস করছে এক নীরীহ পরিবার। দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত্য আবুল হোসেনের ছেলে মোমিনুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমি আমার ওয়ারিশ সুত্রে পাওয়া ঘর নির্মান করে বসবাস করে আসছিলাম।

গত ২০ নভেম্বর বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় বসত ঘর পুড়িয়ে দেয় দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত্য নাজিম উদ্দিনের ছেলে নিজাম, হাসান ও সিংনগর গ্রামের তোতা বসত বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ করেছে মোমিনুল ইসলাম।

এ বিষয়ে মৃত্য নাজিম উদ্দীনের ছেলে নিজাম জানান, জমি আমার জমির দলিল ও খাজনা খারিজ সব আছে। তাই আমি ঘর ভেঙ্গে দিয়েছি। তবে বসত বাড়িতে কারা আগুন দিয়েছে আমার জানা নেই। এ ঘটনায় মোমিনুল ইসলাম কোন উপায়ন্তর না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনীর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

দর্শনা সীমান্তে ৯ টি স্বর্নের বারসহ শ্যামপুর গ্রামের রুহুল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা মূল্যের ৯ টি স্বর্নের বারসহ দর্শনা

শ্যামপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রুহুল আমিনকে (২১)আটক করা হয়েছে।

বিজিবি জানায় আজ রবিবার ৮ ডিসেম্ভর দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে অভিযান চালায় দামুড়হুদার ডুগডুগি বাজারের পাকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সীমান্তের পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ০৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডুগডুগি বাজার পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে। সে সময় বিজিবি সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে মোটরসাইকেল যোগে উক্ত এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে তাকে গতিরোধ করে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি পলায়নের চেষ্টা করলে টহল দল তাকে ধাওয়া করে মোটরসাইকেলসহ রুহুল আমিনকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের অভিনব কায়দায় লুকানো হেড নাটের কভারের মধ্যে কালো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় আনুমানিক ১ কেজি ১৭৮ গ্রাম ওজনের ৯টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মৃল্য ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর পূর্বক জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান বাদি হয়ে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনস্থ মুজিবনগর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্তের মেইন পিলার ১০৮/৩-এস হতে আনুমানিক ২০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাজিরাকোনা মাঠের মধ্যে হাবিলদার মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৬ পিস ভারতীয় শাড়ী, ১৫ পিস থ্রীপিছ এবং ২৯ পিস শাল চাদর আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক মৃল্য ১০ লাখ টাকা।

দর্শনা বৃদ্ধাশ্রমে সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার আনোয়ারপুর হটাৎপাড়ায় অবস্থিত সিনিয়র সিটিজেন হোম (বৃদ্ধাশ্রম) সুধীজনদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল ৪ টায় বৃদ্ধাশ্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সামাজিকভাবে পরিবার ও সমাজ দ্বারা অবহেলিত বাবা মায়েদের পাশে থাকা নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমান সমাজের বাবা মায়ের গুরুত্বের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়টি উঠে আসে। দায়িত্ব বোধের জায়গা থেকে সমাজের সিনিয়র বাবা মায়েরা যেন অবহেলার শিকার না হয় সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। বাবা মায়ের আরো দায়িত্বশীল আচরণ করার উপর সামাজিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাথমিকভাবে বৃদ্ধাশ্রমটিতে শুধুমাত্র বাবাদের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে মায়েদের জন্যেও ব্যবস্থা রাখা হবে। বৃদ্ধাশ্রমের প্রথম সদস্য ৭০ বছর বয়সী আবু যর গিফারী তার জীবনের নানান কথা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সিটিজেন হোম (বৃদ্ধাশ্রম) এর উদ্যোক্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় আলহাজ্ব মশিউর রহমান, সাবেক কি রোজ কর্মকর্তা সমাজ সেবক খালেকুজ্জামান, সমাজসেবক মোঃ আসাদুজ্জামান, মহিউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুনুর রশীদ,সমাজসেবক তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও ভুয়া সাংবাদিকসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা পুলিশ ও ভ্রাম্যমান আদালতের বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদকসহ আটক ভুয়া সাংবাদিক চিহ্নিত

মাদক ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন চঞ্চল (৪২) কে ৫ দিনের কারাদন্ড দিয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান রায় প্রদান করেন।

৫ দিনের সাজা পাওয়া চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন চঞ্চল চুয়াডাঙ্গা ভীমরুল্লার মৃত্য. বিশারত মন্ডলের ছেলে।

গতকাল শুক্রবার ভোরে দর্শন আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ায় ফেনসিডিল আনতে গিয়ে চঞ্চল পুলিশের হাতে আটক হয়।
থানা সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানা পুলিশ সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ায় ফেনসিডিল সেবন করার সময় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী চঞ্চলকে এক বোতল ফেনসিডিল সহ পুলিশ চুয়াডাঙ্গা ভীমরুল্লার মঈন উদ্দিন চঞ্চলকে আটক করে। এ সময় নিজের অপরাধ আড়াল করতে চঞ্চল নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেন ও তার মেয়ে কলেজে পড়েন বলে গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করেন।

পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসানো হয়। আদালতে চঞ্চল তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রাপ্ত করেন। এ সময় ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান তাকে ৫ দিনের কারাদন্ডের আদেশ দেয়।

অপরদিকে দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার কৃত আসামী কুড়ালাগাছি ইউনিয়নের কুড়ালগাছি পশ্চিম পাড়ার রহিমের ছেলে সাজাপ্রাপ্ত আসামী জমশেদ (২৮)ও পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে মাদক মামলার পলাতক আসামী রাশেদ (১৮)কে গ্রেফতার করে।

আজ শনিবার ৩ জনকে দর্শনা থানা পুলিশ চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে সোপর্দ করেন।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে নতুনরুপে আলমডাঙ্গা গঠন করার লক্ষ্যে পেশাজীবি জনগোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্ত করে আত্মপ্রকাশ করল আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি।

১৩১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটিতে সাবেক আলমডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন মাস্টার শামসুল হক টুকুকে আহ্বায়ক ও সমাজ কর্মী হাবিবুল করিম চনচলকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। এ কমিটিতে তরুণ প্রজন্মের নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। আগামীতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সফর করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ইউনিয়ন পর্যায়ে আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি পূর্ণাঙ্গ করা হবে বলে জানানো হয় সভায়।

জানা গেছে, নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে উপজেলার তরুণদের সংগঠিত করা হবে। এতে শিক্ষার্থীদের নেওয়া হবে না। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে সংগঠিত করতে আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আহ্বায়ক কমিটির নাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সূশীল সমাজ, সামাজিক সংগঠন, পেশাজীবি সংগঠন, এসএসসি ব্যাচের সদস্য, প্রবাসী প্রতিনিধি, ঢাকা প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে পথযাত্রা শুরু করেছে।

এছাড়া আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি প্রাথমিক কয়েকটি কাজ নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো–জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো, পৌর শহর রক্ষার আন্দোলন হিসেবে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিচ্ছন্নতা বাজায় রাখা, যানজট মুক্ত করতে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মশা নিধন, আলমডাঙ্গাকে সবুজ নগরায়ন গড়ে তোলার পাশাপাশি শহরে বিল্ডিং কোড না মেনে অবৈধভাবে কংক্রিট জঙ্গল তৈরিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গিকার বদ্ধ হন। এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে আন্দোলনে

ঝাঁপিয়ে পড়বারও একাট্টা ঘোষণা করেন তারা।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক, এরশাদপুর একাডেমী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামীম, ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন, আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীন এটম, সামসুদ্দিন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম সাগর, আনিসুর রহমান, আশরাফুল কবীর, মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক (সিইও) সোহরাব হোসেন, ক্রিড়াবিদ মিজানুল হক, আলমডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক হিসাব রক্ষক মিজানুর রহমান সাবু, মীর মোহাম্মদ হাসান পল্টু, এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান মিজা, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আসিফ জাহান রহিম, রোকনুজ্জামান ডাব্লু, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ শফি-উজ জামান, ব্যবসায়ী সংগঠক কামরুল ইসলাম হীরা, রাজ কুমার রামেকা ও শামসুজ্জোহা শাবু।

এই আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক আঃ রাজ্জাক, হারুন অর রশীদ, আক্তার হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ সাজেদুল হক মণি, শিক্ষক ইউনুস আলী, হাফিজুর রহমান, হাসান সাজীদ (হাবিব), মহসিন কামাল, আলিহিম, লিপন বিশ্বাস, সালমান স্বপন, রাজীব, মুন, নাসিম, মিন্টু, মিজান সহ দেড় শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন এমদাদ হোসেন, সার্বিক তত্তাবধানে ছিলেন খন্দকার হাবিবুল করিম চনচল ও বিশেষ সহযোগিতায় ছিল কলেজপাড়া কল্যাণ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

দামুড়হুদায় বৈষম্য বিরোধী

ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল

ভারতের আগরতলাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে হামলার প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও সর্বস্তরের তাওহীদি জনতা’র আয়োজনে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বাসট্যান্ড চত্বরে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা থানা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য মোঃ রাসেদ হাসানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির আহবায়ক আসলাম অর্ক, জেলা মুখ্য সংগঠক সজিব ইসলাম, জেলা সদস্য নাসিম বিশ্বাস, রাকিব হাসান, সবুজ ফাহাদ, রায়হান মোল্লা, রাব্বি সহ অসংখ্য ছাত্র ও তাওহীদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভারতের আগরতলাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে হামলার প্রতিবাদে আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই ইসকন উগ্রবাদী একটি সংগঠন, এই সংগঠনটি স্বৈরাচারীর দোসর হিসেবে কাজ করছে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা যখন পাঁচ তারিখে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় এবং পালানোর সাথে সাথে ওই উগ্রবাদী ইসকন সংগঠনের মাতা ব্যাথা শুরু হয়ে গেছে। আর মাথা ব্যথা হওয়ার কারণে গোয়েন্দারা যখন বহিস্কৃত ইসকনের একজনক গ্রেফতার করলো তখন তারা চট্টগ্রামে আইনজীবীকে হত্যা করলো। আমরা আইন হাতে তুলে নিতে চাইনা। কিন্তু যদি আপনাদের বাড়াবাড়ি বেশী হয় তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে সাথে নিয়ে এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে। আমরা ছাত্র জনতা যদি আবার জেগে উঠি তাহলে আপনাদের আর এদেশে জায়গা হবেনা। ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি হবেনা। ইসকন নামের এই উগ্রবাদী সংগঠনের চিরতরে বিলুপ্তি চাই। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাকে যখন দেশ থেকে বিতারিত করতে পেরেছি, তেমনি এ দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে এই ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে চিরতরে বিতারিত করতে হবে। তাদেরকে পতিহত করা হবে।

ভারতিয় আগ্রাসন ও ইসকনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদেরকে পতিহত করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গৃহবধূর প্রাণহানি

চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত গৃহবধূ মুক্তা খাতুন(৩২) চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার শেকড়াতলার মাঝের পাড়ার মাসুদ রানা রিন্টুর স্ত্রী। তার দুটি কন্যা সন্তান আছে। এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত প্রায় এক মাসের কাছাকাছি সময় ধরে ডেঙ্গু পরিক্ষার কোন ডিভাইস নাই।

নিহত গৃহবধূ মুক্তা খাতুনের ভাই মনিরুল জানান, ১২ দিন আগে বোনটার জ্বর হলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষা করি। সেখানে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এরপর হাসপাতালে ভর্তি ছিল। চারদিন আগে জ্বর ভয়াবহ হলে কুষ্টিয়া মেডিকেলে নিই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক ৪ ডিসেম্বর রাত্রে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করেন। ঢাকা মেডিকেলে দু’দিন ভর্তি ছিল। এরপর আজ শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, রোগীর ডেঙ্গু পজিটিভ হওয়ার পর আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমরা মুক্তা খাতুন কে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেলে পাঠায়। তবে ডেঙ্গু জ্বরে তার লিভার ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তিনি মারা গেছেন।

পৌরসভা এবং মহল্লাবাসীর অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় দীর্ঘদিন ধরে মশক নিধন অভিযান নেই। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগের কোন সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারনাও নেই। সদর হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা পাওয়া যায় না।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ল্যাব ইনচার্জ আমজাদুল ইসলাম জানান,

জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কেউ হাসপাতালে আসলে তাকে প্রাথমিকভাবে এনএস ওয়ান পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত কিনা তা ধরা পড়ে। এরপর জ্বর ১ থেকে ৩ দিন সর্বোচ্চ ৫ দিন পর্যন্ত হলে আইজিজি এবং আইজিএম পরীক্ষা না করলে ডেঙ্গু পজিটিভ কিনা ধরা পড়ে না। গত ১৫ দিন হলো সদর হাসপাতালে আইজিজি, আইজিএম ডিভাইস শেষ হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ৩ বার চাহিদা দিয়েও পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত ১ মাসে ২৫৬ জন রোগী পরীক্ষা করানো হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ জন ডেঙ্গু পজিটিভ হয়েছে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাসের সরকারী নম্বরটি বন্ধ পাওয়ার কারণে যোগাযোগ করা যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাৎ হাসান বলেন, হাসপাতালের কোন বিষয় আমি জানি না। হাসপাতালের ওষুধ, পরীক্ষার ডিভাইস, রোগীর চিকিৎসা এটি তত্ত্বাবধায়কের দ্বায়িত্ব।

তবে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে বর্তমানে ৯ জন ডেঙ্গু পজিটিভ রোগী ভর্তি রয়েছেন।

দর্শনায় মোটরসাইকেল মিস্ত্রী হেলালসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ টি সোনার বারের মত লোহার টুকুরো ও ২ লাখ ৩৪ টাকা চেক বই ৪টি মোবাইল ও একটি এ্যাপাচি মোটরসাইকেলসহ মিস্ত্রী হেলাল (২৮) ও সৌরভ (১৬) কে আটক করেছে।

আটককৃত হেলাল ও সৌরভ দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে সৌরভ পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আশরাফুলের ছেলে। গতকাল

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা বিওপির বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মেইন গেটের লিয়াকত আলী মার্কেটের দোকান নং-০৫, আব্দুল্লাহ আল আমিন অটো (হোন্ডা গ্যারেজে।

এ সময় বিজিবি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ০৩ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের ভিতরে গ্যারেজ ও মোটরসাইকেল তল্লাশি করে। সে সময় বিজিবি তাদের কাছ থেকে ১২টি স্বর্ণের বারের মতো তৈরীকৃত লোহার টুকরো (সোনালী রং করা), ০৪টি স্বর্ণের বারের মতো তৈরীকৃত লোহার টুকরো (রং বিহীন), বাংলাদেশী নগদ ২ লাখ ৩৪ হাজার ১৫০ টাকা, বিভিন্ন নামে ০৩টি ড্রাইভিং লাইসেন্স, ০১টি স্বর্ণ চোরাচালানে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের খালি ব্যাটারি, ০৩টি মোটর সাইকেল এর নাম্বার প্লেট, ০১টি জনতা ব্যাংক এর চেক বই, ০১টি আইএফ আইসি ব্যাংক এর চেক বই উদ্ধার করেছে।

আটককৃত চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে দর্শনা বিওপি কমান্ডার জিয়াউর বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের দুই নেতা কর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চাঁদ আলী ও হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য ইমতিয়াজ নিপ্পনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে থানা পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করেছে। বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচিতে হামলা মামলায় চাঁদ আলীকে ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা মামলায় ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন – উপজেলা আইলহাস ইউনিয়নের আইলহাস গ্রামের মৃত সদর আলীর ছেলে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক চাঁদ আলী (৪৭)। অন্যজন হারদী ইউয়িনের হারদী গ্রামের শেখপাড়ার মিজানুর রহমানের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পন (২৭)।

ইতোপূর্বে লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রয়ারি বেলা সাড়ে ৩টায় বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মি পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছলে আওয়ামীলীগের উশৃংখল নেতা-কর্মিরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট করে ও ককটেল বিষ্ফোরণ ঘটায়। ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে পিটিয়ে মাথা ফাটিনো ও হাত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় ৪৭ জন নামীয়সহ ৬০/৭০ জন অজ্ঞাত আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীকে আসামি করে পার দুর্গাপুরের ওবায়দুল্লাহ বাদী হয়ে গত ১৬ আগস্ট মামলা দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, গত ৪ আগস্ট বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আলমডাঙ্গা এ টিম মাঠ, হারদী ও ভাংবাড়িয়া গ্রামে সমাবেশের কর্মসূচি দেয়। আলমডাঙ্গা ও হারদী সমাবেশে শিক্ষার্থীরা আসা শুরু করলে তাদের উপর আতর্কিতে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। আন্দোলনে আসা ৪৭ জন শিক্ষার্থীকে পেটানো হয়। এদের মধ্যে ১৯ জন গুরুত্বর জখম হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান, গত বছর কেন্দ্র ঘোষিত পদযাত্রায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা মামলায় চাঁদ আলীকে ও ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পনকে বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে পিটিয়ে মাথা ফাটিনো ও হাত ভেঙ্গে দেওয়া মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।